কে সেই বস্ (Boss)???

শ্বদয় ননে কি?

শরীরের তার সাথে

দেখা যাক কিভাবে এবং তোমাকে যে - সে ই ই বস্ করে সে, কিন্তু সে

অন্যান্য অঙ্গগুলো কিন্তু একমত নয়!

প্রত্যেকটি অঙ্গ একে অপরকে বোধানোর চেষ্টা করছে

BOSS

রচনায়ঃ গান্তিরো ভিক্ষ অনুবাদয়ক ও পুনঃ চিত্রায়ন ও রূপায়নঃ মেহাশিষ প্রিয় বড়ুয়া



ভুমিকা

ভদন্ত গান্তিরো ভিক্ষুর "হ ইস দ্য বস্" গল্প অবলম্বনে রচিত এই বই এ আমি বেশ কিছু ছবি তার সংগ্রহ থেকে নিয়ে বাংলা পাঠকের উপযোগী করার মানসে পূনঃ চিত্রায়ন করেছি এবং বেশ কিছু ছবি নুতন সংযোজন করেছি উপরন্তু গল্পতে ও নুতন বিষয়বস্তু সংযোজন করেছি, তবু ও মনে হয়েছে বইটি আরো বিস্তৃতভাবে আরো বেশী সময় ব্যয় করে আর ও কিছু সংযোজন করে লিখতে পারলে ভালো হতো। বইটি আমাদের শিশুদের মাঝে সৃস্থ সুন্দর চেতনার উদ্রেক করুক এই প্রত্যাশায়

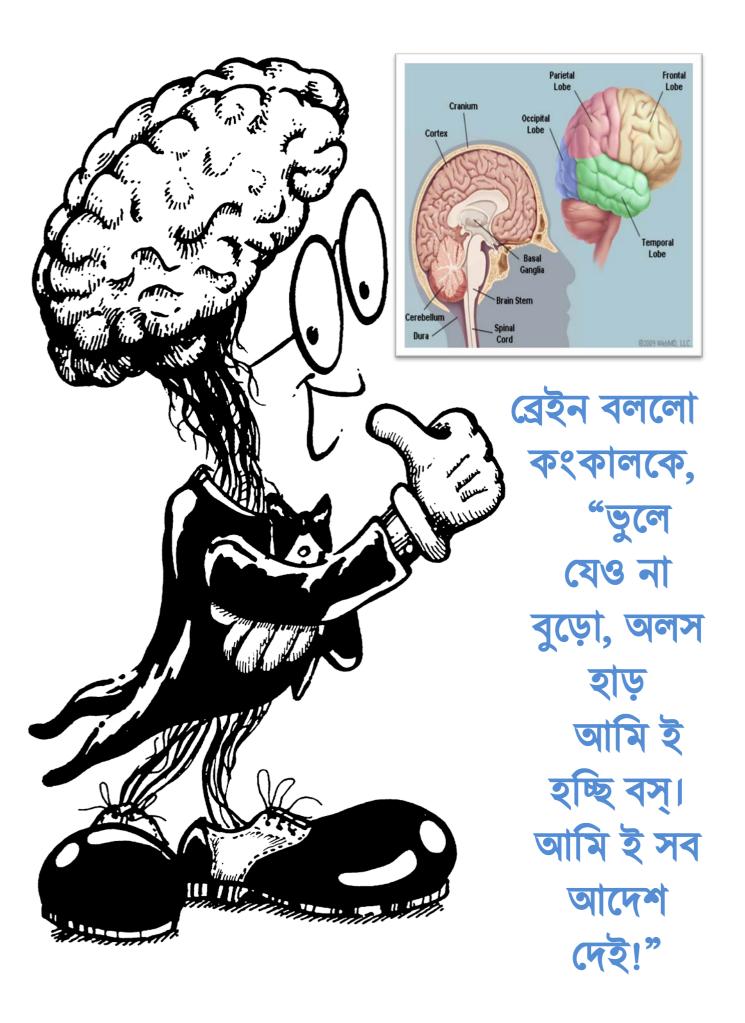
স্নেহাশীষ প্রিয় বড়ুয়া
৪৭৯৪ নর্থ পারশিং এভেনিউ, সান বেরনারদিনো, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা
ফোনঃ (৫৬২) ৫৪৪-৪২২৯
ইমেইলঃ <u>barua910@yahoo.com</u>

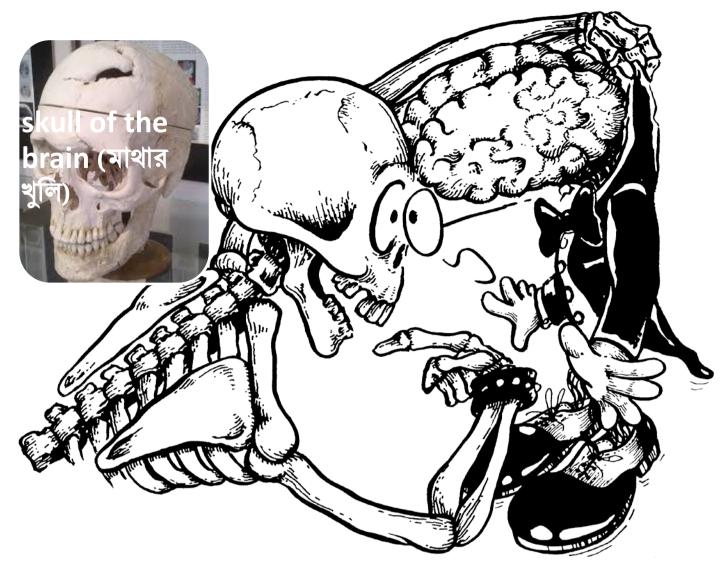
উৎসূর্গ আমার পরম স্লেহের দেবাশীষকে

কেন শরীর মরে যায় এবং একদিন আমাদের অনুমতি ছাড়াই আমাদের ছেড়ে চলে যায় !!!!!!!!!!!!তবে কে সেই বসৃ?



विशिद्धित निवादि अधिक विशिद्ध विश्व विश्व





"কংকাল রেগে বলে ওঠে- কী বললি? । তুই কে আমাকে অলস হাড় বলার? তুই কী আমাদের সকলের বস্ নাকি? হা ! হা! হা! বোকার মতো কথা বলিস না। তুই কী জানিস না তোর মগজটা আছে খুলির মধ্যে- যেটা তোকে রক্ষা করে?"

মগজ বললো, "হ্যা তা করে তো বটে ... কিন্তু তাতে কী এসে যায়?"

হাড় বললো, "আরে বোকা খুলিটা হচ্ছে হাড় দিয়ে তৈরী। আর হাড় হচ্ছি আমি, তা হলে বুযে দেখ আমি ছাড়া তোর কী হবে?



পাখীরা বলে, বঁড় হওয়ার ভান দেখাস না ব্যাটারা মৃত্যুর পর তোরা আমাদের খাদ্য মাত্র— হা! হা! হা! সুতারাং আমারাই বস্



" তুমি ই বস্ ?" মাংসপেশী (muscle) হেসে বললো। আমাকে ছাড়া তোরা কেউই চলতে পারবি না। ভেবে দেখ আমাকে ছাড়া ওই খুলিটা এমনকি তোরা কেউই দুপায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে পারবি না - অতএব তোরা সব হচ্ছিস মেরুদন্ডহীন বস্ - আর আমি হচ্ছি আসল বস্, হা! হা!

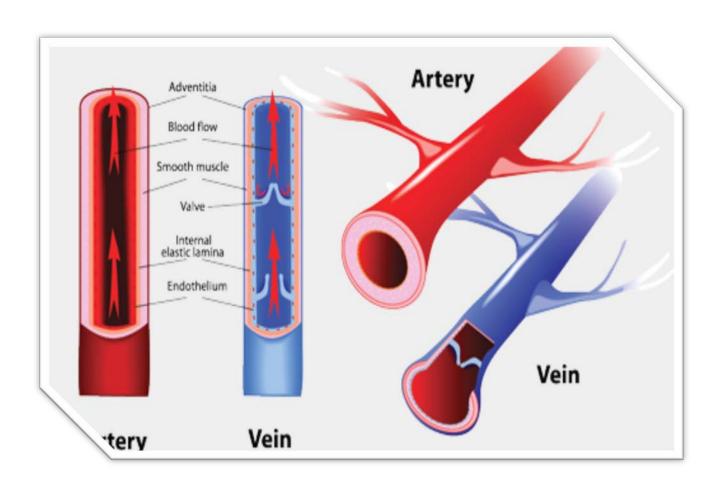


হৃদয় ছিলো একজন গায়কের মত যার আছে সুর, তাল ও লয়, সে বলে উঠলো, এক মিনিট আমার বন্ধু মাংসপেশী আর হাড় ভায়েরা ভেবে দেখো আমি যদি রক্ত নালী দিয়ে তোমাদের সমস্ত অংশে রক্ত সঞ্চালন না করি তবে তোমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবে তোমরাই বলো কে বস্ - আমি না তোমরা?



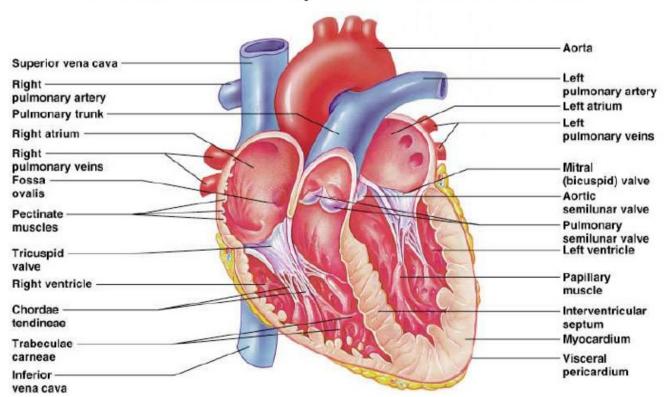
ধমনী উদয় হয়ে বললো, " ওহে আমার মহা্ন, সর্বশক্তিমানেরা, আমি যদি না থাকি তবে কে তোমাদের পুষ্টিকর রক্ত সরবরাহ করবে?

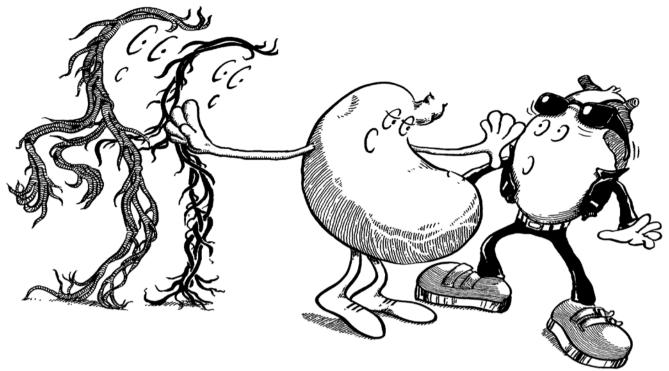
শিরাগুলো তেড়ে এসে বলুলো, এই ব্যাটা ভুল বকছিস কেন- তোর কাজ হচ্ছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃদয় থেকে নিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়া আর আমি রক্ত ফিরিয়ে দেই হৃদয়কে।



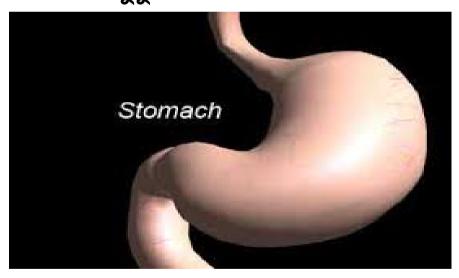
হৃদয় জান গেয়ে উঠলো, "পাম্পিং পাম্পিং জয়"। ভেবে দেখো ধমনী ও শিরারা আমি যদি পাম্পিং পাম্পিং না খেলি তবে তোমরা কিন্তু রক্ত চলাচল করতে পারবে না অতএব আমি ই হচ্ছি আসল, আ-স-ল বস্।

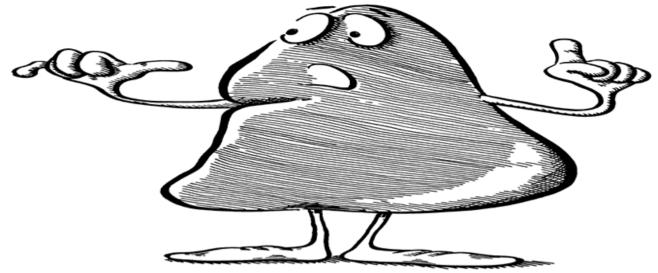
Gross Anatomy of Heart: Frontal





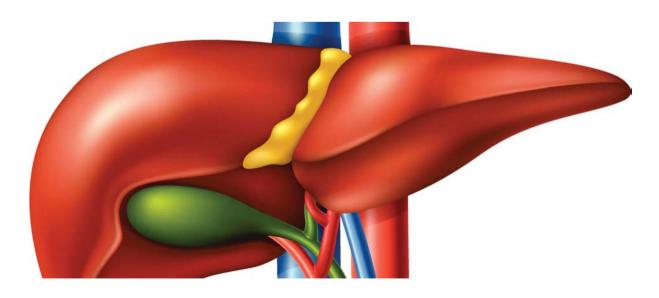
পেট বলে উঠলো আরে ভাই থামো, তোমরা দুজনেই ভেবে দেখো তোমরা শক্তি কোথা থেকে পাও অতএব আমাকেই তোমাদের গুরু বলে মেনে নাও





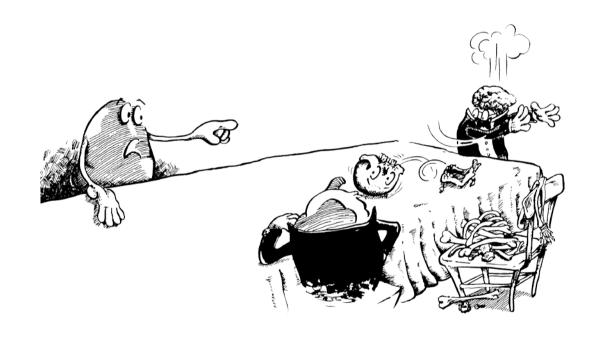
"না না, আমি!" ঘোষনা করলো যকৃত। প্রশ্ন করলো সকলকে, তোমরা নিশ্চয় কৃত্রিম হৃদয় বা কৃত্রিম হাড়ের কথা শুনেছো কিন্তু কেউ কী কখনো কৃত্রিম যকৃতের কথা শুনেছো? কখনোই না , বিজ্ঞানীরা এখন ও পারেনি , হা! হা!। আমার কোন বিকল্প নেই, তবে তো আমি ই উত্তম।

লিভার তথা যকৃত ভিটামিন কে (K)এর সাহায্যে রক্ত কণিকার জন্য প্রোটিন তৈরী করে, বিপাক কোষে চর্বি ভাঙ্গিয়া শক্তি উৎপাদন করে।

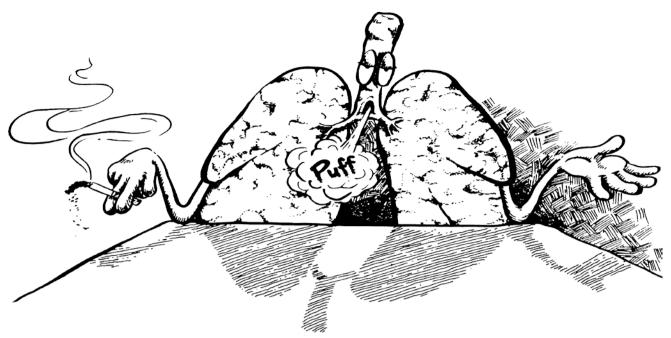




"মগজ বলে উঠলো , তাই তো, সে যা বলছে সত্যিতো- কেউ কী কখন ও কৃত্রিম মগজ দেখেছো?

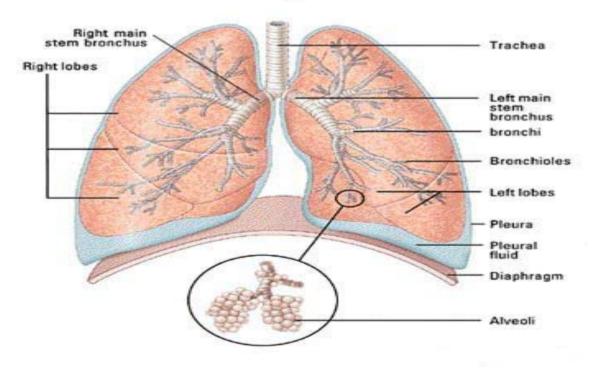


যকৃত বললো, "বড় মাথা, তুমি নিশ্চই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্বার (artificial intelligence) কথা শুনে থাকবে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্বা কোথা থেকে আসে যদি মগজ না থাকে?



দীর্ঘ নীরবতার পর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শ্বাসযন্ত্র সেটাকে লুফে নিয়ে বললো — ইউরেকা, এটা হচ্ছে শ্বাসযন্ত্র। তোমরা বায়ু ছাড়াতো বাচতে পারো না এবং আমি শ্বাসযন্ত্রই তোমাদের বায়ু সেবনে সাহায্য করি তবে আমি ই তো সর্বোত্তম

Lungs



চুল হেসে বলে উঠলো "তোমাদের মধ্যে আমি ই সেরা কোনো কারণ ছাড়া""





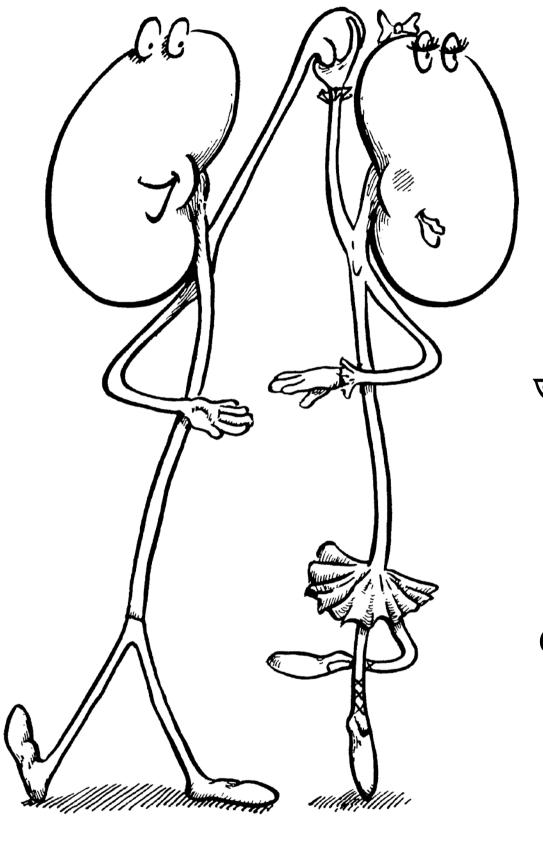
সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কংকাল বললো, ভাগ বেটা কাজ না করেই মাষ্টার হতে চাস

ON ON

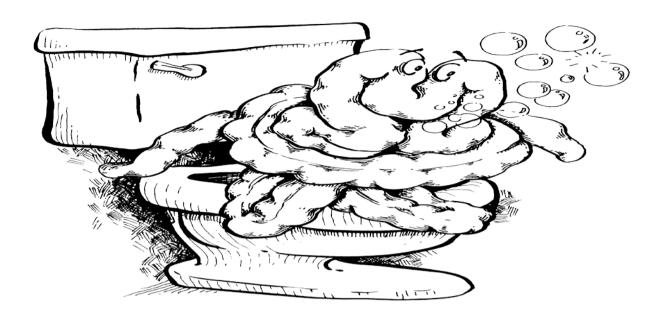
WW92 [1] 2/1/



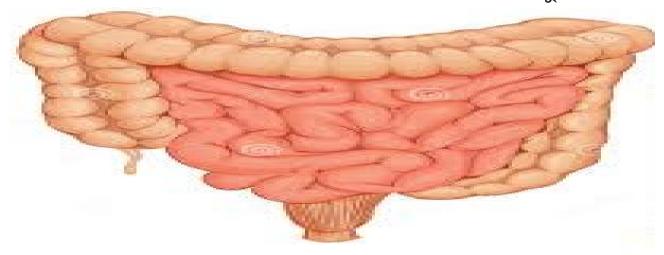
মুখ এবার মুখ খুললো এবং চিৎকার করে বললো, সবাই থামো। আমাকে ছাড়া তোমরা খাওয়া খেতে পারবে না আর খেতে না পারলে তোমাদের মৃত্যু অবধারিত তবে আমি ই উত্তম।



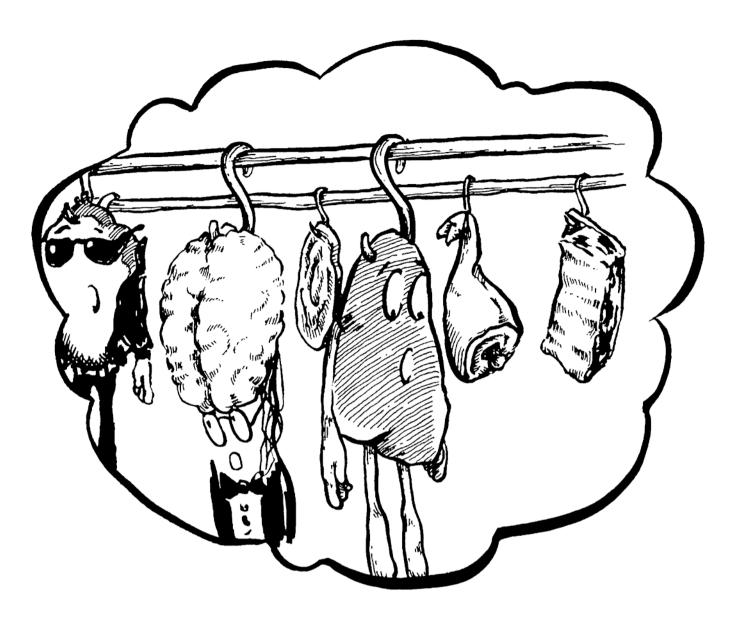
মূত্ৰগ্ৰন্থি বললো, "প্রতিদিন রক্ত থেকে পস্রাব, মল ও অন্যান তরল পদার্থ সৃষ্টি করি বলেই তোমরা বিষক্রিয়া থেকে বেচে যাও তবে আমি ই উত্তম নই কী?"



অন্ত্র বললো মল মুব্রাদির কথা বলছো, তখন তোমরা নিশ্চই আমাকে বাদ দিতে চাও না তোমাদের লিষ্ট থেকে। দেখো তোমরা যাই খাও বা সেবন কর আমি তার থেকে সমস্ত পরিপোষক পদার্থ শুষে নেই।



দয়া করে আমাকেই তোমাদের নেতা বানাও

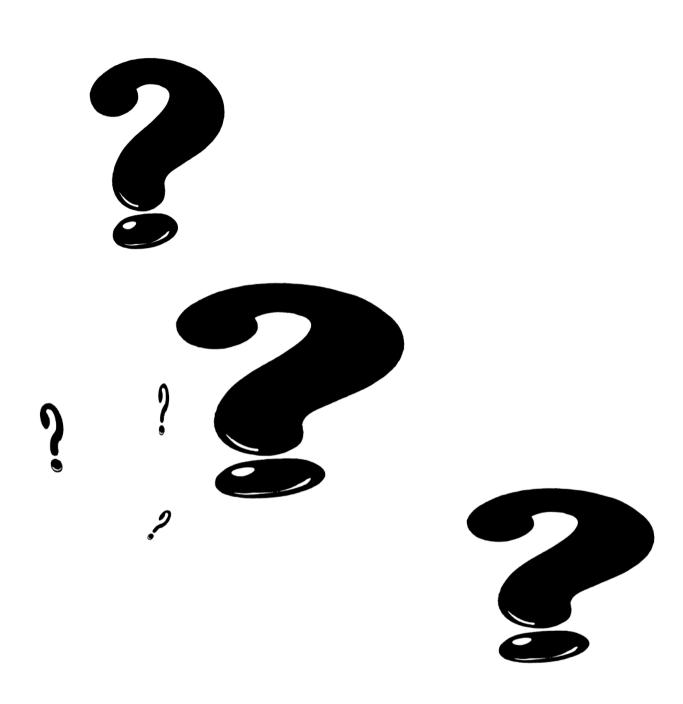


ত্বক বা চামড়া সবাইকে হশিয়ার করে বললো, " আমি হচ্ছি গৃহ কর্তা, আমি তোমাদের সবাইকে একত্রে ধরে রাখি। তোমরা যদি ঝগড়া বন্ধ না করো আর আমি যদি তোমাদের ত্যাগ করি তবে তোমরা কিন্তু সবাই ঝরে পড়বে।



বাক বিতন্তা চলতেই থাকলো কিন্তু তারা কোনভাবেই কে আসলেই বস্ তা খুজে পেলো না।

তোমার মতে কে এই বস্ ???





আমরা সবাই এভাবেই ভাবি। যাই হউক এই লেখার মূল উদ্দেশ্য একটা অনুশীলন তৈরী করা যার মাধ্যমে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুজে বের করা। আজ যখন আপনি য়ানে যাবেন তখন মনে মনে যদি আপনার দেহ থেকে সমস্ত অভাগুলো যথা হৃদয়, মুখ, চোখ, যকৃত ইত্যাদিকে এক এক করে মেঝেতে ছুড়ে ফেলেন তবে দেখতে পাবেন আপনার কোথা ও " আমি" বলে কিছু ই বাকি থাকবে না। কোথাও আমি বলে কিছুকে খুজে পাবেন না। তবে সে আমি কোথায় গেলো? বা কোন একটা ডাক্তারকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনার সমস্ত অভাের মধ্যে আমি নামক কোন অভা আছে কী না আপনার শরীরের কোন অভাটির নাম আমি বা তিনি যেমন দেখাতে পারেন হৃদয়, মুখ, চোখ, যকৃত ইত্যাদি অন্য সব অভা গুলাকে পৃথক পৃথকভাবে তেমিনি কী "আমি" নামক কোন অভাকে তিনি দেখাতে পারেন? ভালাে প্রশ্ন?

বস্তুত "আমি" বা "আমিত্ব" বলে কিছু ই নেই।
আর যদি আমাদের কারো মধ্যে আমি না থাকে
তবে আমরা কেউ ই আসলে বস্ নই যদি আমরা
এটা বুযতে পারি তবে তো উপরে উল্লেখিত
বাগড়ার অবসান ঘঠে যায় ।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বস্তুত বস্ বস্ বলতে কেউ নেই।